দৈনিক বাংলা 004

তারিখ ... ৩।৭।৮৬ ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

মোট লোকসংখ্যা ৯ কোটি ৬০ লাখ

জনসংখ্যার অর্ধেকই সতের বছরের নীচে

(স্টাফ রিপোর্টার)

দেশের বর্তমান লোকসংখ্যা ৯ কোটি ৬০ লাখ। মোট লোক-সংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগের বয়স ১৭ বছরের কম। ১৮ ও তদূর্ধ্ব বয়স্ক লোকের সংখ্যা মোট লোক-সংখ্যার শতকরা ৪৭ দশমিক তিন ভাগ। ভোটদাতার সংখ্যা হচ্ছে চার কোটি ১৭ লাখ। গতকাল প্রকাশিত ৮১ সালের আদমশুমারির পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট থেকে একথা জানা গেছে। গতকাল পরিকল্পনামন্ত্রী ডঃ মজিদ খান এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ রিপোর্ট প্রকাশ করেন।

এ রিপোর্ট অনুযায়ী ৮১ সালের পর জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার চার দশমিক চার ভাগ। এ হিসাবে দু হাজার সালে লোকসংখ্যা দাঁড়াবে ১৩ কোটি ৯৭ লাখে। দেশের ভাসমান লোকসংখ্যা হচ্ছে আট লাখ অর্থাৎ শতকরা শূন্য দশমিক নয় ভাগ।

৮১-এর শুমারি অনুযায়ী সব বয়সের শিক্ষার ভিত্তিতে দেশে শিক্ষা হার ১৯ দশমিক ৭। এর মধ্যে পুরুষ শিক্ষা হার ২৫ দশমিক ৮ এবং মহিলা শিক্ষা হার ১৩ দশমিক দুই। আগের তুলনায় এই সালে মহিলা শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই রিপোর্ট অনুযায়ী মেয়েদের প্রথম বিবাহের গড় বয়স আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি জন্মহার হ্রাসে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। ৬১ সালের শুমারি অনুযায়ী ১৫—১৯ বছরের অবিবাহিত মহিলাদের অনুপাত ৮ দশমিক ৩ থেকে ৮১ সালে এই অনুপাত ৩১ দশমিক ৩-এ দাঁড়িয়েছে। ১০—১৪ বছর এবং ২০—২৪ বছরের অবিবাহিত মহিলাদের বৃদ্ধিও প্রায় একই ধরনের।

রিপোর্টে বলা হয়, ৮১-এর আদমশুমারিতে দেশের লোকসংখ্যা ছিল ৮ কোটি ৭১ লাখ। এতে দেশের প্রায় ৩ দশমিক ১ ভাগ লোক গণনা থেকে বাদ পড়ে। এ-সব লোক অন্তর্ভুক্তির পর ৮১

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষিতের নতুন সংজ্ঞা: যারা চিঠি লিখতে পারেন—

(স্টাফ রিপোর্টার)

পরিকল্পনামন্ত্রী ডঃ আবদুল মজিদ খান রোববার ১৯৮১ সালের আদমশুমারীর পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রকাশ করে বলেছেন, এই প্রথম বারের মত আদমশুমারির জাতীয় রিপোর্ট শতকরা ১০০ ভাগ প্রসেসিং-এর মাধ্যমে প্রণয়ন করা

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ৩।৭।৮৬ ...
পৃষ্ঠা ... ।... কলাম ... ।...

সতের বছরের নীচে

(১ম পৃঃ পর)

সালের মোট জনসংখ্যা ৮ কোটি ৯৯ লাখ এবং ৭৪—৮১-এর শুমারির অন্তর্বর্তীকালীন লোক-সংখ্যার প্রবৃদ্ধির হার ২ দশমিক ৩২ ভাগ।

শুমারির তথ্য অনুযায়ী জন-সংখ্যার ৮৬ দশমিক ৬ ভাগ মুসলমান, ১২ দশমিক ১ ভাগ হিন্দু, শূন্য দশমিক ৬ ভাগ বৌদ্ধ ও শূন্য দশমিক ৩ ভাগ খৃষ্টান।

পুরুষ ও নারী

জনসংখ্যার ৮ কোটি ৯৯ লাখের মধ্যে ৪ কোটি ৬৩ লাখ পুরুষ ও ৪ কোটি ৩৬ লাখ মহিলা। শহরের বাশিন্দা ১ কোটি ৪১ লাখ ও গ্রামে বসবাসকারীর সংখ্যা ৭ কোটি ৫৮ লাখ। লোকসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে ১ হাজার ৬ শ ১৭ জন। এর মধ্যে শহরে ৫ হাজার ৬ শ ২৯ জন এবং গ্রামাঞ্চলে ১ হাজার ৮ শ ২০ জন।

শ্রম শক্তি

৮১-এর আদমশুমারি রিপোর্ট অনুসারে দেশের মোট শ্রমশক্তির সংখ্যা ২ কোটি ৩৬ লাখ। এর মধ্যে পুরুষ ২ কোটি ২৪ লাখ এবং মহিলার সংখ্যা মাত্র ১২ লাখ। সমন্বিত লোকসংখ্যা অনুসারে মোট শ্রমশক্তি ২ কোটি ৪৪ লাখ। ৭৪-৮১ সময়ে শ্রমশক্তি প্রবৃদ্ধির হার বার্ষিক শতকরা ১ দশমিক ৫ ভাগ। এই হার সমন্বিত জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধির হার ২ দশমিক তড়-এর চেয়ে অনেক কম।

রিপোর্টে দেখা গেছে, কৃষি-কাজে নিয়োজিত জনসংখ্যা ৬১ সালে শতকরা ৮৬ ভাগ থেকে কমে ৮১ সালে ৬১ দশমিক ৬-এ দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে ৮১ সালে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ সামান্য বেড়েছে।

কুটিরশিল্প

কুটির শিল্পে নিয়োজিত লোক সংখ্যা সম্পর্কে রিপোর্টে বলা হয় যে শতকরা ১ দশমিক ৩৪ ভাগ খানা তাঁত শিল্পে, ১ দশমিক ৫৪ ভাগ খানা বাঁশ ও বেতের শিল্পে এবং শূন্য দশমিক ৩৭ ভাগ খানা কুমোরের কাজ করে। এছাড়া পাট ও কাঠের কাজ করে ২ দশমিক ২৪ ভাগ খানা।

সমন্বিত হিসাব অনুযায়ী ৮১ সালে দেশে পুরুষ ও মহিলার অনুপাত ১০৬ দশমিক ২। গণনা অনুযায়ী এই অনুপাত ছিল ১০৬ দশমিক ৪।

শিক্ষিতের নতুন সংজ্ঞা

(১ম পৃঃ পর)

হয়েছে।

গতকাল এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে পরিকল্পনামন্ত্রী আদমশুমারির পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে পরিসংখ্যান বিভাগের সচিব ডঃ গোলাম রাব্বানী ও পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এই উপমহাদেশের মধ্যে বাংলাদেশই একমাত্র দেশ যেখানে এত স্বল্প সময়ে আদমশুমারির জাতীয় রিপোর্ট শতকরা ১০০ ভাগ প্রশ্ন পত্র প্রসেসিং-এর মাধ্যমে প্রণয়ন ও প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ তিনি আরও বলেন, ভারতেও ১৯৮১ সালে আদমশুমারী হয়। কিন্তু এর পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট সম্ভবতঃ ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত হবে।

এক প্রশ্নের জবাবে পরিকল্পনা মন্ত্রী জানান, ১৯৮১ সালে তিন তিনবার উদ্যোগ নিয়েও সীমান্তে ছিটমহল অঙ্গরপোতা ও দহগ্রামে আদমশুমারির গণনা পরিচালনা করা যায়নি। এই দুই ছিটমহলের লোকসংখ্যা ধরা হয়েছে ২৭ হাজার।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বলেন, ১৯৮১ সালের গণনা ও গতকাল-এর পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রকাশ পর্যন্ত আদমশুমারির জন্য মোট ব্যয় হয়েছে ১০ কোটি টাকা। এর মধ্যে তিন কোটি টাকা জাতিসংঘ উন্নয়ন তহবিল অনুদান দিয়েছে। উল্লেখ্য যে ১৯৮১ সালের ৬ই, ৭ই ও ৮ই মার্চ ছিল আদমশুমারির গণনাকাল।

তিনি জানান, পুরুষ-মহিলার অনুপাত হচ্ছে প্রতি এক হাজার মহিলার জন্য পুরুষ হচ্ছে ১০৬৪ জন।

মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক এখনও বয়সে তরুণ। মোট লোকসংখ্যার শতকরা ৪৬ দশমিক সাত ভাগ ১৫ বছর বয়স সীমার নীচে। ১৯৭৪ সালের হারের তুলনায় বর্তমান এই হার শতকরা এক দশমিক তিন ভাগ কম। ১৮ ও তদূর্ধ্ব বয়স্ক লোকের সংখ্যা মোট লোক সংখ্যার শতকরা ৪৭ দশমিক শূন্য ভাগ। অর্থাৎ ভোটদাতার সংখ্যা চার কোটি ১৭ লাখ। এর মধ্যে দুই কোটি ১৫ লাখ হচ্ছে পুরুষ ভোটার ও দুই কোটি দুই লাখ হচ্ছে মহিলা ভোটার।

ডঃ আবদুল মজিদ খান এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, এখন আর কেবলমাত্র নাম স্বাক্ষর করতে পারলেই তাকে শিক্ষিত বলে গণ্য করা হয় না। ইউনেস্কো শিক্ষিতের সংজ্ঞা পাল্টে দিয়েছে। নতুন সংজ্ঞা অনুযায়ী যে কোন ভাষায় চিঠি লিখতে সক্ষম ব্যক্তিকেই শিক্ষিত হিসাবে গণ্য করা হয়। এই কঠোরতর সংজ্ঞা ব্যবহার করা সত্ত্বেও ১৯৮১ সালে মহিলা শিক্ষার হার শতকরা এক দশমিক দুই ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। পুরুষ শিক্ষার হার কম বেশি পূর্বের মতই রয়েছে। তবে পূর্ববর্তী সংজ্ঞার নিরিখে শিক্ষার হার নির্ণিত হলে তা পূর্বের হারের তুলনায় এখন শিক্ষিতের হার শতকরা প্রায় ১২ ভাগ বেড়েছে।

ডঃ মজিদ খান বলেন, গ্রামের কোন আইনানুগ সংজ্ঞা না থাকায় বাংলাদেশের মোট গ্রামের সঠিক সংখ্যা নিয়ে কিছু মত পার্থক্য রয়েছে। স্থানীয়ভাবে অনেক পাড়াকেও গ্রাম বলে ধরা হয়। ১৯৮১ সালের শুমারী অনুযায়ী দেশে মোট গ্রামের সংখ্যা হচ্ছে ৮৩ হাজার ৬৬৬। এর মধ্যে ৫০ অথবা ততোধিক খানা বিশিষ্ট কারণে মৌজার ব্যবহার হয়। মৌজার পরিসীমা ভূমি রেকর্ড পরিদফতর কর্তৃক নির্ধারিত হয় বিধায় জনসাধারণ এর কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করতে পারে না। সুতরাং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পল্লী এলাকায় মৌজা এবং শহর এলাকায় মৌজা সমতুল্য মহল্লাভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ করার পদক্ষেপ প্রশংসনীয়।

এক প্রশ্নের জবাবে পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, দেশের ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা জরিপ করা হচ্ছে। এ বছর কৃষি শুমারী শুরু হয়েছে। এর প্রাথমিক রিপোর্ট তৈরির পর ভূমিহীনের সংখ্যা জানা যাবে। তবে সাধারণভাবে বলা যায়—বর্তমানে বসত ভিটা ও জমি নেই এমন লোকের সংখ্যা শতকরা ২০ ভাগ। বসত ভিটা আছে কিন্তু ভূমি নেই এমন লোকের সংখ্যা শতকরা ১০, ভাগ। অনূর্ধ্ব তিন বিঘা অর্থাৎ এক একর জমির মালিকের সংখ্যা শতকরা ২০ ভাগ। তবে একথা সত্য যে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বেড়েছে।

তিনি বলেন, আইএলওর সংজ্ঞায় শ্রমিকের ন্যূনতম বয়স হচ্ছে ১৫ বছর। কিন্তু ১৯৮১ সালের আদমশুমারীতে বাংলাদেশে শ্রমিকের ন্যূনতম বয়স ধরা হয়েছে ১০ বছর।